আইওএম বাংলাদেশ: রোহিঙ্গা মানবিক সংকট সাড়াদান কর্মসূচি

পরিস্থিতির মাসিক প্রতিবেদন

আগস্ট ২০২০

আইওএম ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে অবস্থিত সারি আইটিসি-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কপিরাইটঃ আইওএম

৭১৮,৯২০
জন রোহিঙ্গা ২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে এসেছে

৮৬০,৪৯৪
জন রোহিঙ্গা কক্সবাজারে অবস্থান করছে

১২,০০০,০০০
জন চাহিদা সম্পন্ন মানুষ

সারমর্ম

- কোভিড-১৯ জনিত প্রভাবের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রতি লক্ষ্য রেখে, আইওএম রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।
- রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সর্বমোট ৫৭ জন নারী প্রথমবারের মত প্রসবকালীন সেবা লাভ করেছে এবং এইচআইভি বিষয়ক পরামর্শ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা লাভ করেছে।
- ভারি বর্ষণের কারণে ইভিআই-সহ ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা প্রদানে আইওএম সুরক্ষা দল কর্মীদের সাথে কাজ করছে। ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস নিশ্চিত করতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে সহায়তা প্রদানে আইওএম সুরক্ষা দল এসএম ও এসডি দলসমূহের সাথে দুইটি যৌথ মূল্যায়ন পরিচালনা করেছে।
- স্বতন্ত্রভাবে বা ফোনের মাধ্যমে বা দলগতভাবে পরামর্শ প্রদান; গৃহস্থালি পরিদর্শন এবং সারি আইটিসিগুলোতে এমএইচপিএসএস বিষয়ক সহায়তা প্রদান অথবা বাইসাইকেল বা টম-টমের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সর্বমোট ১৯৯,১২৯ জন সুবিধাভোগীকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আইওএম বাংলাদেশ সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সিভিয়ার একিউট রেস্পিরাটরি ইনফেকশন আইসোলেশনলেশন ও ট্রিটমেন্ট সেন্টার সম্পর্কিত সহায়তা প্রদান করছে

কক্সবাজারের কুটুপালং ক্যাম্পের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে বিগত ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি)-এর সভাপতিত্বে একটি নতুন সিভিয়ার একিউট রেস্পিরাটরি ইনফেকশন আইসোলেশনলেশন ও ট্রিটমেন্ট সেন্টার (সারি আইটিসি) উদ্বোধন করা হয়। এই কেন্দ্রটি স্থাপনের মাধ্যমে আইওএম (আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা) সর্বমোট তিনটি সারি আইটিসি প্রতিষ্ঠা করল যেগুলোতে মাঝারি থেকে তীব্র উপসর্গসম্পন্ন কোভিড-১৯ রোগীদের বিচ্ছিন্ন রাখা এবং চিকিৎসা প্রদানের জন্য ২৩০ টি বেড স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই কেন্দ্রসমূহ টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার স্থানীয় ও রোহিঙ্গা-উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে।

এই কেন্দ্রটি স্থাপনের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর রোগীদের রামু ও চকোরিয়াস্থ সারি আইটিসি-গুলোতে রেফারেলের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানে কক্সবাজারের সিভিল সার্জনকে একটি অ্যাম্বুলেন্স অনুদান হিসেবে প্রদান করাও আইওএম কর্তৃক কক্সবাজার জেলার স্থানীয় সরকারকে প্রদত্ত সহায়তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পিপিই সরবরাহ করার পাশাপাশি আইওএম কক্সবাজার জেলার সদর হাসপাতালে ১০ জন মেডিকেল অফিসার, ১ জন রেডিওলজিস্ট, ১ জন রেডিওগ্রাফার, ১ জন স্যানিটেশন অফিসার এবং ১৫ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিযুক্ত করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রামু ও চকোরিয়াস্থ সারি আইটিসিগুলোতে বেড সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেবার মানোন্নয়নে আইওএম সহায়তা প্রদান করে চলেছে। ক্যাম্পগুলোতে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোভিড-১৯ জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সাড়াদান কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সমগ্র আগস্ট মাস জুড়েই আইওএম বাংলাদেশ সরকারের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা অব্যাহত রেখেছে।

অভিবাসন স্বাস্থ্য বিভাগ

কোভিড-১৯-এর অনুরূপ উপসর্গ বিশিষ্ট কমিউনিটি সদস্যদের জন্য সম্মুখ সারির স্বাস্থ্য কর্মীগণ চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। কপিরাইটঃ আইওএম

কেস ব্যবস্থাপনা

- বর্তমানে আইওএম ক্যাম্প ২ডব্লিউ, ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন ও ক্যাম্প ২৪-এ তিনটি সিভিয়ার একিউট রেস্পিরাটরি ইনফেকশন আইসোলেশনলেশন ও ট্রিটমেন্ট সেন্টার (সারি আইটিসি) পরিচালনা করছে। সারি আইটিসি-গুলোতে মাঝারি থেকে তীব্র উপসর্গসম্পন্ন কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত নারী ও পুরুষ রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজন সাপেক্ষে ২৩০ টি বেড স্থাপনের সুবিধা রয়েছে।
- কক্সবাজার জেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে লক্ষ্যে স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে, আইওএম রামু ও চকোরিয়ায় অবস্থিত সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন আইটিসিগুলোতে অনুদান হিসেবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই), চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র প্রদান করেছে।

ডিসপ্যাচ ও রেফারেল ইউনিট

- স্বাস্থ্য খাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আইওএম কোভিড-১৯ ডিসপ্যাচ ও রেফারেল ইউনিট (ডিআরইউ)-কে সমন্বিত করেছে। আইওএম কর্তৃক প্রদত্ত ১৩টি যানবাহন ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ১১টি যানবাহনের সমন্বয়ে গড়ে তোলা ২৪ টি যানবাহনের পুলের মাধ্যমে সন্দেহজনক কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী, রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার ও রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতরে যাতায়াত করা ব্যক্তিদের রেফার করার মাধ্যমে ডিআরইউ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত কার্যক্রমের পাশাপাশি সাইক্লোন বা অন্য কোন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে রেফারেল সেবা প্রদানের জন্য ডিআরইউ সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।

রিস্ক কমিউনিকেশন অ্যান্ড কমিউনিটি এনগেজমেন্ট (আরসিসিই)

- আইওএম ১০ টি স্বাস্থ্য বিষয়ক আউটরীচ দল তৈরি করেছে যারা চলমান ও পরিকল্পিত রিস্ক কমিউনিকেশন অ্যান্ড কমিউনিটি এনগেজমেন্ট (আরসিসিই), গৃহস্থালিভিত্তিক সেবা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সতর্কতামূলক কার্যক্রমসমূহ সংহতকরণ ও বাস্তবায়নে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী (সিএইচডব্লিউ)-দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কেসের সংখ্যা বাড়লে সর্বমোট ৪০ জন সারি আইটিসি কর্মী এবং ৫০ জন সিএইচডব্লিউ সারি আইটিসি-গুলোতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
- বর্ষাকালে সংঘটিত কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কারণে আহত ব্যক্তি এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি)-এর শিকার হওয়া ব্যক্তিদের কেস ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন ধরণের রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তা (এমএইচপিএসএস) উপকরণসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে স্বাস্থ্য বিষয়ক দলসমূহ ধারণা লাভ করেছে। স্বাস্থ্য খাত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল কর্তৃক আয়োজিত ধর্ষণ ও অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বারা সহিংস নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তিদের ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজনে আইওএম সহায়তা প্রদান করেছে।
- ২৯ আগস্ট ২০২০ তারিখে টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নে অবস্থিত শামলাপুর পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত "কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা" শীর্ষক কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইওএম-এর এমএইচপিএসএস দলসমূহ অংশগ্রহণ করেছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আলী নূর যার সাথে উপস্থিত ছিলেন মেডিক্যাল অফিসার ইন চার্জ কক্সবাজারের ডঃ হেদায়েত উল্লাহ এবং সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার আমানুল্লাহ। এই কর্মসূচিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ইতিবাচক কৌশলসমূহ শিখতে কিশোর-কিশোরীদের সহায়তা করা এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা। খেলাধুলা ও বিনোদন, মনোজাগতিক শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অধিবেশন এবং ব্যক্তি পর্যায়ে পরামর্শ দানের মত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের দ্বারা এই বয়সের কিশোর-কিশোরীদের জন্য মনোসামাজিক সহায়তা প্রদানের সংস্থান করার মাধ্যমে আইওএম-এর এমএইচপিএসএস দল সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান করে।
- ক্যাম্প ২৪, ক্যাম্প ২০ ও ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে আয়োজিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, আরসিসিই, কমিউনিটিভিত্তিক সতর্কতামূলক কার্যক্রম এবং কমিউনিটির সম্পৃক্ততা ও সমন্বয় বিষয়ক ৪-দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্য আউটরীচ দলের ৩২ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেছে।
- কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, মসজিদ কমিটি, নারী গ্রুপ, যুব গ্রুপ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিটগুলোর জন্য বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ (মুক্তি, আরটিএমআই, বিজিএস এবং ওয়ার্ল্ড কনসার্ন/মেডএয়ার) কমিউনিটি স্বাস্থ্য বিষয়ক ৯৫টি আলোচনা সভা আয়োজন করেছে।
- রোগী ভর্তি সংক্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত জানানোর জন্য একটি সুযোগ হিসেবে ইমাম, মাঝি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং নারী গ্রুপগুলোকে গঠিত কমিউনিটি গ্রুপগুলোর ৮০ জন সদস্য একটি ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনের সারি আইটিসি-তে একটি 'ভ্রমণ ও পরিদর্শন' সফরে অংশগ্রহণ করেন।

জরুরি প্রস্তুতি

- বিগত ১৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে আইওএম ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে নব্য নির্মিত সারি আইটিসি উদ্বোধন করে। এই একটি আইটিসি-ই এককভাবে আইওএম-এর কেস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতার ক্ষেত্রে ৫৮টি বেড যুক্ত করছে যা প্রয়োজন সাপেক্ষে ১২০টি বেড পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। জনাব মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার, যুগ্ম সচিব ও শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি); জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, কমান্ডিং অফিসার (সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ), ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান মেম্বার্স (এপিবিএন); ডঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান, সিভিল সার্জন, কক্সবাজার, জনাব মোঃ আব্দুস সবুর, উপসচিব এবং ক্যাম্প-ইন-চার্জ, ক্যাম্প ২০ ও ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন; জনাব মোঃ নিকারুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উখিয়া; ডঃ রঞ্জন বড়ুয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএনএফপিও), উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ডঃ মুকেশ কুমার প্রজাপতি, স্বাস্থ্য খাত বিষয়ক সমন্বয়ক, কক্সবাজারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

- আইওএম ডিআরইউ-এর জন্য দুইটি যানবাহন জীবাণুমুক্তকরণ পয়েন্ট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছে যার একটি টেকনাফের লেদা সারি আইটিসির (ক্যাম্প ২৪) নিকটে অবস্থিত এবং অন্যটি উখিয়ার ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন সারি আইটিসির নিকটে অবস্থিত। এর পাশাপাশি, স্বাস্থ্য দলসমূহ লেদা ও ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন আইটিসিগুলোতে মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তুলছে।
- আইওএম সারি আইটিসিতে কাতার চ্যারিটির প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়েছে এবং কোভিড-১৯ সাড়াদান কর্মকাণ্ড চলাকালীন স্বাস্থ্য ও এমএইচপিএসএস কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে তাদের অবগত করেছে (ডান পাশের ছবি দ্রষ্টব্য)।
- কোভিড-১৯ সম্পর্কিত পরিস্থিতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি আইওএম ক্যাম্পগুলোতে অবস্থিত ৩৫টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আউটপেশেন্ট ও ইনপেশেন্ট স্বাস্থ্য সেবা, যৌন ও প্রজনন বিষয়ক স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচারণামূলক ও এমএইচপিএসএস কার্যক্রম এবং এইচআইভি ব্যবস্থাপনার সংস্থান নিশ্চিতকরণ অব্যাহত রেখেছে।

কেস ব্যবস্থাপনা এবং রেফারেল/ ডিসপ্যাচ রেফারেল ইউনিট (ডিআরইউ)

- ১৩১টি রেফারেল বিষয়ক অনুরোধে সাড়া প্রদান করা হয়েছে (স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তার জন্য ৩৮% এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তার জন্য ৬২%)
- ১৬৪ জন ব্যক্তি পরিবহন সেবা লাভ করেছে (কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ৩০ জন রোগী এবং আক্রান্ত হিসেবে সন্দেহজনক ২৪ জন ব্যক্তিকে আইটিসিতে নিয়ে যাওয়া; ২১ জন ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টিন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া; ১৭ জন মানবিক সাড়াদানে নিযুক্ত কর্মীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া, ছাড়া পাওয়া ১২ জন রোগীকে তাদের আশ্রয়স্থলে পৌঁছে দেওয়া; ৫৯ জন নিয়মিত রোগীকে নিয়ে যাওয়া এবং সৎকারের জন্য একজন ব্যক্তির মৃতদেহ তার কমিউনিটিতে পৌঁছে দেওয়া)
- তিনটি আইটিসিতে সর্বমোট ১২৪ টি সচল বেড ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রয়েছে; কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হিসেবে ২৭ জন সন্দেহজনক রোগী এবং ৩ জ ন আক্রান্ত রোগীকে আগস্ট মাসে এই আইটিসিগুলোতে ভর্তি করা হয়েছে (সর্বমোটঃ ১৭৮ জন, আক্রান্তঃ ৪৭ জন)
- কেস ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক ৩ দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণে সারি আইটিসিগুলোর ১০৩ জন নতুন ক্লিনিক্যাল কর্মী অংশগ্রহণ করে।
- আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা ১৫ জন ব্যক্তিকে ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনের কোয়ারেন্টিন কেন্দ্রে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।
- কোয়ারেন্টিন কেন্দ্রে ভর্তি হওয়া আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের জন্য পরামর্শ সেবা উন্নত করতে ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ১০ জন স্বাস্থ্য বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবককে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশমন চিকিৎসা সেবা ও গৃহস্থালি-ভিত্তিক চিকিৎসা সেবা বিষয়ে ৩৮ জ ন স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আইওএম সাম্প্রতিক সময়ে উদ্বোধনকৃত আইসোলেশন ও চিকিৎসা কেন্দ্রে কাতার চ্যারিটির প্রতিনিধি দলের জন্য পরিদর্শন সফরের আয়োজন করেছে। কপিরাইটঃ আইওএম

মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তা

- স্বতন্ত্রভাবে বা ফোনের মাধ্যমে বা দলগতভাবে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে; গৃহস্থালি পরিদর্শন এবং সারি আইটিসিগুলোতে এমএইচপিএসএস বিষয়ক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এবং বাইসাইকেল বা টম-টমের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সর্বমোট ১৯৯,১২৯ জন সুবিধাভোগীকে (নারী সুবিধাভোগীঃ ৯৮,৪৭৬ জন এবং পুরুষ সুবিধাভোগীঃ ১০০,৬৫৩ জন) এমএইচপিএসএস সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে।
- বিজিসি এবং মুক্তি নামক আইওএম-এর বাস্তবায়ন সহযোগী দুইটি সংস্থার ৪৮ জন নারী সিএইচডব্লিউ প্রাথমিক মনোসামাজিক সহায়তাকরণ সম্পর্কিত দক্ষতা বিষয়ক ২-দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও সাড়াদান

- আইওএম-এর ছয়টি স্বাস্থ্য পোস্ট এবং চারটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে ম্যাস ক্যাজুয়ালিটি ইন্সিডেন্স (এমএসআই) ব্যবস্থাপনা কিটের সংস্থান রয়েছে। প্রতিটি এমএসআই ব্যবস্থাপনা কিট (যার মধ্যে রয়েছে জরুরি ঔষধ, ট্রমা ব্যবস্থাপনা ও পুনরুজ্জীবিতকরণের উপকরণ ও সরঞ্জাম এবং পিপিই) মোবাইল মেডিক্যাল দল কর্তৃক ব্যবহৃত হবে এবং সাইক্লোন পরবর্তী সময়ের মত যে কোন ধরণের বড় ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় ১০০ জন রোগীকে যাতে এই কিট দিয়ে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যায় সেই ভাবে এগুলোকে তৈরি করা হয়েছে।

সতর্কতা

৮,৭৪৫টি
নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেগুলো লেদায় অবস্থিত সিভিয়ার একিউট রেস্পিরাটরি ইনফেকশন আইসোলেশনলেশন ও ট্রিটমেন্ট সেন্টার ও স্বতন্ত্র তিনটি সাময়িক পৃথকীকরণ কেন্দ্র থেকে কক্সবাজারে অবস্থিত পরীক্ষাগারে পরিবহন করা হয়েছে

৪৭ জন
ব্যক্তি যারা ১৮ জন আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসেছিল ১৩টি ক্যাম্পে কাজ করা আইওএম-এর কন্টাক্ট ট্রেসিং দল এবং সহায়তা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলের মাধ্যমে সেই সকল ব্যক্তিদের সফলভাবে সনাক্ত, পর্যবেক্ষণ এবং কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, লজিস্টিক্স ও সরকারকে সহায়তা প্রদান

স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের পিপিই সরঞ্জাম হিসেবে **৩০,০০০টি** ডিস্পোজেবল অ্যাপ্রোন, **১,৪০০** বাক্স গ্লাভস, **৩,৯৪০টি** অ্যালকোহল-ভিত্তিক স্যানিটাইজার, **৫,৪০০টি** কাভারঅল, **৪২০** বাক্স সার্জিক্যাল মাস্ক, **৪৪৪** বাক্স স্বাস্থ্য পরীক্ষার গ্লাভস, **৫,১০০টি** ফেস শীল্ড, **৩,৪০০টি** কেএন-৯৫ মাস্ক, **১,৭০০টি** এন-৯৫ মাস্ক, **৮৫০টি** হ্যান্ড স্যানিটাইজার, **১,০২০টি** হাত ধোঁয়ার তরল সাবান প্রদান করা হয়েছে।

রামু ও চকোরিয়াস্থ সারি আইটিসি-গুলোতে এবং আইটিসিগুলো থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর রোগীদের জন্য রেফারেল সহায়তা প্রদানে কক্সবাজারের সিভিল সার্জনকে **একটি** অ্যাম্বুলেন্স অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ সাড়াদান কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদানে **৪৪** জন নতুন কর্মী যোগদান করেছে যার মধ্যে **৪** জন ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজার, **১৪** জন মেডিক্যাল অফিসার, **১৪** জন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, **১** জন ল্যাব টেকনিশিয়ান, **১** জন নার্স সুপারভাইজার, **৬** জন সুপারভাইজার এবং **১** জন ফার্মেসি অ্যাসিস্ট্যান্ট অন্তর্ভুক্ত।

আইওএম-এর নিরবিচ্ছিন্ন সরঞ্জাম সহায়তায় আইসোলেশনলেশন ও ট্রিটমেন্ট সেন্টারগুলোতে **২৮৫টি** নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ও **২২** জনকে ভর্তি করা হয়েছে।

আইওএম সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে পিপিই সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এই সকল পিপিই-এর মধ্যে রয়েছে **৪০০টি** বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগ, **৫,০০০টি** ফেস শীল্ড, **১,০০০টি** এন-৯৫ মাস্ক, **৩০টি** অক্সিজেন সিলিন্ডার, **৫০টি** পালস অক্সিমিটার, রোগীদের জন্য **৩০টি** বেড, **৩০টি** প্লাস্টিক চেয়ার, **৪০০টি** বেড শীট, **৫০টি** তোষক, **২০০টি** মশারি, **২০০০টি** টাং ডিপ্রেসর এবং **৫০০টি** হ্যান্ড স্যানিটাইজার।

১৯৯,১২৯ জন

স্থানীয় ও শরণার্থী জনগোষ্ঠীর সুবিধাভোগীকে সারি আইটিসিগুলোতে স্বতন্ত্রভাবে, ফোনের মাধ্যমে বা দলগতভাবে পরামর্শ প্রদান; গৃহস্থালি পরিদর্শন এবং এমএইচপিএসএস সহায়তা প্রদান অথবা এবং বাইসাইকেল বা টম-টমের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে (নারী সুবিধাভোগীঃ ৯৮,৪৭৬ জন এবং পুরুষ সুবিধাভোগীঃ ১০০,৬৫৩ জন)

৪৮ জন

নারী কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী যারা বিজিসি এবং মুক্তি নামক আইওএম-এর বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থায় কর্মরত রয়েছে তারা প্রাথমিক মনোসামাজিক সহায়তাকরণ সম্পর্কিত দক্ষতা বিষয়ক ২-দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে

৩৫%

আউটপ্যাশেন্ট কন্সাল্টেশন ৫ বছরের নিচের শিশুদের প্রদান করা হয়েছে

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (এসআরএইচ) সেবা

- ৬৯,৯৩১টি আউটপেশেন্ট কন্সাল্টেশন প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে শরণার্থীদের জন্য ছিল ৮২% এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ১৮% (গত মাসের আউটপেশেন্ট কন্সাল্টেশনের সংখ্যা ছিল ৬০,৩৫১)
- প্রিভেনশন অব মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন (পিএমসিটি) কর্মসূচির অংশ হিসেবে শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সর্বমোট ৫৭০ জন নারী প্রথমবারের মত প্রসব-পূর্ব সেবায় (এএনসি) অংশগ্রহণ করেছে এবং এইচআইভি বিষয়ক পরামর্শ ও পরীক্ষা সেবা লাভ করেছে।
- কক্সবাজারে বসবাসরত ৪০০ জন এইচআইভি (পিএলএইচআইভি) আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এন্টি-রেট্রোভাইরাল ড্রাগ (এআরভি) সরবরাহের যৌথ পরিকল্পনায় অবদান রাখতে মা থেকে শিশুতে এইচআইভি সংক্রমণের প্রতিষেধক হিসেবে আইওএম জাতীয় এইডস ও এসটিডি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে ২০ বোতল নেভিরাপিন সিরাপ সরবরাহ করেছে।
- আইওএম বিভিন্ন ধরণের এসআরএইচ সেবা প্রদান করে থাকে এবং বিগত আগস্ট মাসে ৪,২২৫ নারী প্রসব-পূর্ব সেবা ও ৬৩৩ জন প্রসব-পরবর্তী সেবা লাভ করেছে এবং ক্যাম্পগুলোতে অবস্থিত ২২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দক্ষ অ্যাটেন্ডেন্টদের সহায়তায় ২৩১টি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে।
- ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত প্রতিরোধে আইওএম বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান করছে এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়ে ৩,২১৯ জন নারীর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, আইওএম-এর সহায়তায় উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সামগ্রিকভাবে জরুরি মাতৃ ও নবজাতকদের স্বাস্থ্য সেবা অব্যাহতভাবে প্রদান করা হচ্ছে।
- ৩৮৬ জন কনসালটেন্ট, মেডিক্যাল অফিসার, সিএইচডব্লিউ এবং ফিল্ড সুপারভাইজার এসআরএইচ বিষয়ক প্রশিক্ষণ লাভ করেছে।
- কোভিড-১৯ মহামারীর সময়কালে ২৩ জন সিএইচডব্লিউ ফিল্ড সুপারভাইজার এসআরএইচ ও জিবিভি সেবাসমূহ বিষয়ক একটি দিন-ব্যাপী প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে পরবর্তীতে ৩৫৮ জন সিএইচডব্লিউ-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ক্যাম্প ২৩-এর ৪০ জন নারী, পুরুষ ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে আইওএম এসআরএইচ দল সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অধিবেশন পরিচালনা করা অব্যাহত রেখেছে।

চাহিদা ও জনসংখ্যা বিষয়ক মনিটরিং (এনপিএম)

ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে সিডব্লিউসি মূল্যায়ন। কপিরাইটঃ আইওএম

- **ডেইলি ইন্সিডেন্ট রিপোর্টিং মেকানিজম সম্পর্কিত কার্যক্রমে আইওএম এনপিএম সাইট ব্যবস্থাপনা খাতকে অব্যাহতভাবে সহায়তা প্রদান করে চলেছে।** বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাবলী এই ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে পাওয়া যাবে। এর পাশাপাশি, আগস্ট মাসের প্রথম ভাগে হাব আশ্রয় খাত এবং সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়ন খাতসমূহের সাথে যৌথভাবে এসিএপিএস-এনপিএম অ্যানালাইসিস একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনটির নাম 'বর্ষাকালের প্রভাব ও কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ রোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ – রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় স্থাপনা ও অবকাঠামোসমূহের ক্ষয়ক্ষতি'। ৩ পৃষ্ঠার এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বর্ধিত আশ্রয় সহায়তা সম্পর্কিত চাহিদাসমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ রোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, অস্থায়ী আশ্রয় উপকরণ এবং বর্ষাকালের আবহাওয়ার সম্মিলিত প্রভাবে ক্যাম্পগুলোতে জীবন ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। আইওএম এনপিএম কর্তৃক পরিচালিত ডেইলি ইন্সিডেন্ট রিপোর্টিং মেকানিজম, শেল্টার র‍্যাপিড ড্যামেজ ভেরিফিকেশন মেকানিজম এবং কমিউনিটি ফিডব্যাক অ্যান্ড রেসপন্স মেকানিজম-এর মাধ্যমে উক্ত প্রতিবেদনটি ২০১৯ সাল থেকে ২০২০ সাল সময়কালের উপাত্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে।

  "২০২০ সালের মে এবং জুলাই মাসের মধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিপুল সংখ্যক আশ্রয়স্থল ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা বিগত ২০১৯ সালের একই সময়কালে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের চেয়ে ১০০% এরও বেশি। শুধুমাত্র তিন মাস সময়কালেই ঝড়, ভারি বর্ষণ, ঢাল বিচ্যুতি (ভূমিধস ও ভূমিক্ষয়) এবং বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের কারণে ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ২০,০০০ গৃহস্থালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

  এই প্রতিবেদনটি সাড়াদানে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও সাড়াদান সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক। উক্ত প্রতিবেদনটি এখানে দেখা যাবে।

- **কারিগরি সহযোগিতা ও উপাত্ত সংগ্রহ সম্পর্কিত সহায়তার মাধ্যমে এনপিএম ২০২০ আইএসসিজি জয়েন্ট-মাল্টি সেক্টর নীডস অ্যাসেসমেন্ট (জে-এমএসএনএ)-কে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।** এনপিএম-এর উপাত্ত সংগ্রহকারীগণ দুইটি ইউনিয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এমএসএনএ-এর জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে মূল্যায়ন পরিচালনা করেছে। এর পাশাপাশি, এনপিএম-এর কর্মীগণ শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বহুসংখ্যক মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (কেআইআই) পরিচালনা করেছে।

- **এনপিএম ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভয়েস রেসপন্স সেন্টরাল নীডস অ্যাসেসমেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ড সম্পন্ন করেছে** স্বাস্থ্য, ওয়াশ, খাদ্য নিরাপত্তা, আশ্রয়/এনএফআই, এসএমএসডি-এই পাঁচটি খাতকে বিবেচনা করে ফোনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ফলো-আপ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে কক্সবাজারে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি জরিপ পরিচালনা করা এই কর্মকৌশলটির আওতাধীন। এই পদ্ধতিতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও নিরাপদ উপায়ে মতামত গ্রহণ করা যায়। আইওএম-এর কমিউনিকেশন ফর কমিউনিটিস আইভিআর কর্মসূচির মাধ্যমে উক্ত জরিপে মতামত প্রদানকারীদের নির্বাচিত করা হয়েছে। এই মূল্যায়নটি আগামী মাসগুলোতেও অব্যাহত থাকবে এবং প্রতি রাউন্ডের পরে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রতিবেদনটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

- **লেবাননে আইওএম ডিসপ্লেসমেন্ট ট্র্যাকিং ইউনিট ম্যাট্রিক্স (ডিটিএম) ইউনিটকে এনপিএম সহায়তা প্রদান করছে।** ডিটিএম ইউনিটকে এনপিএম লেবাননে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের থেকে তথ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান করছে। বৈরুতে সাম্প্রতিককালে সংঘটিত বিস্ফোরণের ঘটনা বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের উপর কি ধরণের প্রভাব ফেলেছে এই জরিপটি সেই বিষয়ে আলোকপাত করবে।

- **রিটার্নী মাইগ্রেন্টস অ্যাসেসমেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ঢাকাভিত্তিক রিম্যাপ ডিটিএম দলকে এনপিএম অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।** জরিপের প্রথম রাউন্ডে অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতাদের থেকে এনপিএম ও রিম্যাপ-এর উপাত্ত সংগ্রহকারীগণ ফোনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করবে যার লক্ষ্য থাকবে এই তথ্যদাতাদের চাহিদা ও সমস্যাগুলো বিগত তিন মাসে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সেই সম্পর্কে জানা।

- **এসিএপিএস-এনপিএম আইওএম-এর কমিউনিকেশন ফর কমিউনিটিস দলের সাথে যৌথভাবে কোভিড-১৯ সম্পর্কে সম্যক ধারণা বিষয়ক সিরিজের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে** যার মধ্যে কোভিড-১৯ কারণে কর্মসূচির বিধিনিষেধ সম্পর্কিত চার মাসের উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উক্ত প্রতিবেদনটি এখানে পাওয়া যাবে।

- **র‍্যাপিড জেন্ডার অ্যানালাইসিস সম্পর্কিত কার্যক্রমে জেন্ডার হাব এবং তাদের অন্যান্য সহযোগীদের বিশ্লেষণী সহায়তা প্রদান করে চলেছে** এবং এর পাশাপাশি জেআরপি প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদানে খাতওয়ারি সাহিত্য (গৌণ উপাত্ত) পর্যালোচনার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। গবেষণা উপকরণ ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সাব-ক্লাস্টার এবং এইজ অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি ওয়ার্কিং গ্রুপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার মাধ্যমে এই হাব সিডব্লিউসি-এর সাথে আ'রার বাফানাঃ আমাদের ভাবনার উপরও কাজ করে চলেছে।

আইওএম-এর সুরক্ষা দলের কর্মীগণ ক্যাম্পের অভ্যন্তরে 'হার্ট টু হার্ট উইথ মাই চাইল্ড' শীর্ষক পুস্তিকাটি উপস্থাপন করছে।কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

সুরক্ষা দলসমূহ বর্ষাকালীন সাড়াদান কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে

আগস্টের বন্যা ও ভূমিধস মোকাবেলায় বর্ষাকালীন সাড়াদানের অংশ হিসেবে ইভিআই-সহ যেসকল রোহিঙ্গা শরণার্থী ভারী বর্ষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সহায়তা প্রদানে আইওএম-এর সুরক্ষা দলসমূহ আইওএম-এর অন্যান্য কর্মীদের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে। আইওএম-এর সুরক্ষা দলসমূহ ঝুঁকি ও দুর্বলতা হ্রাস নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য এসএম এবং এসডি দলগুলোর সাথে দুইটি যৌথ মূল্যায়ন পরিচালনা করেছে।

কোভিড-১৯-এর সময়কালে মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্মীদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান করা

আইওএম-এর কর্মী ও সুরক্ষা সহযোগী সংস্থাসমূহের জন্য আইওএম-এর 'নিজের যত্ন এবং মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া' নামক পুস্তিকা এবং 'বিপর্যয়ের সময়কালে আশা-কোভিড-১৯ সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ' উপকরণের ব্যবহার বিষয়ক দুইটি প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি) কর্মশালা বাংলায় পরিচালনা করা হয়েছে। আইওএম-এর সর্বমোট ২৬ জন কর্মী এবং আইওএম-এর সুরক্ষা সহযোগী সংস্থাসমূহের ২৩ জন কর্মী উপরোক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে।

কাউন্টার-ট্রাফিকিং (সিটি)

সিটি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করা অব্যাহত রয়েছে

মানব পাচার সম্পর্কিত একটি বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত কমিক পুস্তিকার ১,২৩০টি কপি বিতরণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মানব পাচার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইওএম সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে চলেছে। এছাড়াও মানব পাচারের শিকার হওয়া ১২ জন ব্যক্তি (৪ জন নারী ও ৮ জন পুরুষ) গবাদি পশুপালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যোগ সংক্রান্ত পুনরেকত্রীকরণ সহায়তা লাভ করেছে এবং মানব পাচারের শিকার হওয়া ৫ জন ব্যক্তি মানসিক পরামর্শ সহায়তা লাভ করেছে।

শিশু সুরক্ষা

পরিবহন দুর্ঘটনা থেকে শিশুদের রক্ষা করা

কোভিড-১৯ কারণে জারিকৃত লকডাউন শিথিল হওয়ায় অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ এখনও বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পরিবহন দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে যার কারণে শরণার্থী শিশুরা মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে অথবা মৃত্যুবরণ করছে। এই বিষয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মোড়গুলো আইওএম সুরক্ষা দল, ক্যাম্প কর্তৃপক্ষসমূহ এবং এসএমএসডি দল সম্মিলিতভাবে কাজ করছে।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি)

জিবিভি সুরক্ষা দল অত্যাবশ্যকীয় পিপিই এবং অন্যান্য এনএফআই বিতরণ অব্যাহত রেখেছে

ঋতুস্রাব বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় মহামারীর প্রভাব বিবেচনায় এনে আইওএম এবং এর সহযোগী সংস্থা, পালস, নারী ও বালিকা নিয়মিত স্যানিটারি প্যাড ও ডিগনিটি কিট বিতরণ নিশ্চিত করেছে। আইওএম এ পর্যন্ত ২,৫৫৮টি সাবান, ২,১৬৬টি মাস্ক, ১২৯টি ডিগনিটি কিট এবং ১,৭৩৬টি থামিস বিতরণ করেছে।

জিবিভি দলসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেছে

উখিয়া ও টেকনাফের পালংখালী ও সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদে আইওএম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও সাধারণ জনগণসহ সর্বমোট ৬০ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং এই সম্পর্কিত সচেতনতার উপর দুইটি কর্মশালা পরিচালনা করেছে। সুরক্ষা সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়, জিবিভি, নিরাপদ রেফারেল এবং পিএসইএ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আইওএম জিবিভি দল ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন ও ক্যাম্প ২৪-এ অবস্থিত কোয়ারেন্টাইন ও আইটিসি স্থাপনাসমূহে কর্মরত ক্লিনিক্যাল ও নন-ক্লিনিক্যাল কর্মীদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে। আইওএম-এর সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়ন ইউনিটের সাথে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য 'নিজের যত্ন এবং মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া' এবং 'বিপর্যয়ের সময়কালে আশা' বিষয়ক দুইটি প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি) পরিচালনা করা হয়েছেযাতে সর্বমোট ১৯৩ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেছে (১১৩ জন পুরুষ, ৮০ জন নারী)।

৬৫৮ জন
ইভিআই-কে সনাক্ত হয়েছে এবং ১৯৫ জন নিবন্ধন, খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য মানবিক সেবার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে

৪৭ জন
রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে মানব পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিকে (১৪ জন নারী, ৩১ জন পুরুষ, ১ জন বালিকা, ১ জন বালক) সনাক্ত করা হয়েছে এবং সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

৩৫টি
কেস (২২ জন বালিকা, ১৩ জন বালক) শিশু সুরক্ষা দল কর্তৃক পরিচলিত কেস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

৭৫৮ জন
শিশু (৮৭ জন বালিকা, ৫০ জন বালক) সহায়তা গ্রহণ করেছে

পানি, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ)

- আগস্ট মাসে আইওএম-এর ওয়াশ ইউনিট ছোট আকারের একটি পানি প্রবাহের নেটওয়ার্ক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছে। ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে আরও তিনটি পানির নেটওয়ার্ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে আইওএম-এর ওয়াশ ইউনিট প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ক্যাম্প ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪ এবং ২৫-এ সর্বমোট ১৯,৩৭১টি সাবানের প্যাকেট বিতরণ করেছে। প্রতিটি সাবানের প্যাকেটে ৮টি গোসলের সাবান এবং ৭টি কাপড় ধোয়ার সাবান রয়েছে যা ক্যাম্পের সাধারণ সদস্য সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট একটি শরণার্থী পরিবারের এক মাসের চাহিদা পূরণ করবে। কোভিড-১৯ এর বিস্তারের ঝুঁকি কমানোর পন্থা হিসেবে সহযোগী সংস্থাসমূহ যেসকল সুবিধাভোগী পরিবার শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছে এবং সাধারণ স্থানে জনসমাবেশ এড়িয়ে চলছে তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে সাবানের প্যাকেট বিতরণ করেছে।
- সহযোগী সংস্থাসমূহ কোভিড-১৯ এর বিস্তার প্রতিরোধ, খাদ্য নিরাপত্তা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং আইওএম-এর ওয়াশ ইউনিটের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিধিমালার অনুশীলন সংক্রান্ত বার্তাসমূহ প্রচার অব্যাহত রেখেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ সর্বমোট ১৫৯,৪০৯টি গৃহস্থালি অধিবেশন পরিচালনার মাধ্যমে মাসে গড়ে তিন বার ২০০,৩২৮ জন সুবিধাভোগীর কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ মেগাফোন ব্যবহার করে ৪,০৪৪টি বার্তা প্রদানমূলক অধিবেশন পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে গড়ে দুই বার আনুমানিক ১৫১,৪৭৫ জন সুবিধাভোগীর কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এর পাশাপাশি, ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি), সাইট ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় নেতাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর বিস্তারের ঝুঁকি হ্রাসে সতর্কতা অবলম্বন, সাবান, পানি ও প্রয়োজনীয় পরিষ্কারক সামগ্রী দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধার সংস্থান এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পশু জবাই এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে নিয়মতান্ত্রিক করার বিষয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহ কাজ করেছে।
- প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে আইওএম-এর ওয়াশ সহযোগী সংস্থাসমূহ ক্যাম্প ২৪ ও ২৫-এ সুবিধাভোগী পরিবারসমূহের মধ্যে ৩৯১টি গৃহস্থালি পর্যায়ের হাত ধোয়ার উপকরণ সেট বিতরণ করেছে। প্রতিটি সেটের মধ্যে পানির কলসহ একটি বালতি, পানি ভর্তি বালতি রাখার জন্য একটি প্লাস্টিকের স্ট্যান্ড এবং ব্যবহৃত পানি সংগ্রহ ও ফেলে দেওয়ার জন্য একটি প্লাস্টিকের গামলা রয়েছে।
- আইওএম-এর ওয়াশ ইউনিট ওয়াশ সম্পর্কিত সেবা প্রদানে আইওএম-এর দায়িত্বে থাকা এলাকায় অবস্থিত ক্যাম্পসমূহের পাশাপাশি সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ওয়াশ সহায়তা প্রদান করতে থাকা আরেকটি ক্যাম্পের শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবারসমূহের মধ্যে পরিকল্পিত ৬২,৫০০টি উপকরণের মধ্যে ৫০,৬৯৮টি উপকরণ আইওএম-এর প্রদান করেছে।
- ওয়াশ ইউনিট উখিয়া ও টেকনাফে সারি আইটিসি-গুলোকে সহায়তা প্রদানে ৬০০ কেজি ৬৫% এইচটিএইচ ক্লোরিন প্রদান করেছে। হাত ধোয়ার কাজে ব্যবহারযোগ্য ০.০৫% ক্লোরাইনেটেড সলিউশন প্রস্তুত করতে এবং সাধারণ পরিষ্কারের কাজ ও আঙ্গিনা জীবাণুমুক্তকরণের কাজে ব্যবহারযোগ্য ০.৫% ক্লোরাইনেটেড সলিউশন প্রস্তুত করতে ক্লোরিন প্রদান করা হয়েছে। ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে নব্য নির্মিত আইটিসি-তে ১৬টি হাত ধোয়ার সুবিধাযুক্ত স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এই সকল স্থাপনা নির্মাণের স্থান ওয়াশ ক্যাম্পের ফোকাল পয়েন্ট, সাইট ব্যবস্থাপনা দল, সিআইসি, ক্যাম্পের অন্যান্য সক্রিয় ওয়াশ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অথবা স্বাস্থ্য খাতের অনুরোধ অনুযায়ী সাড়াদানে নির্বাচন করা হয়েছে।
- বাস্তবায়ন সহযোগী এনজিও-গুলোর মাধ্যমে আইওএম ক্যাম্প ৯, ১০, ১২ ও ১৩-তে জন্মদানে সক্ষম নারীদের মধ্যে ১৫,৪৯১টি মেন্সট্রল (এমএইচএম) উপকরণ বিতরণ করেছে।
- গৃহস্থালি পর্যায় থেকে শুরু করে সার্বিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে আইওএম লাল ও সবুজ রঙের গৃহস্থালির বর্জ্য ফেলার বিন বিতরণ এবং এই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে তিনটি সহযোগী এনজিও ক্যাম্প ২ডব্লিউ, ৯, ১০, ১৩, ১৮, ১৯ ও ২৪-এ সর্বমোট ৩১,৩৯২টি গৃহস্থালির বর্জ্য ফেলার বিন প্রদান করেছে। প্রতিটি পরিবার জৈব ও অজৈব বর্জ্য পৃথকভাবে ফেলার জন্য একটি সবুজ ও একটি লাল ময়লা ফেলার বিন পেয়েছে।
- ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে আইওএম ২২টি পুনর্বাসিত পরিবারের মধ্যে টপ-আপ স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ বিতরণ করেছে।

ঘরে ঘরে গিয়ে সাবান বিতরণঃ কোভিড-১৯ এর বিস্তারের ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা, কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

আশ্রয় ও নন-ফুড আইটেম (এনএফআই)

কোভিড-১৯ এর কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য এনএফআই বিতরণ কর্মসূচী। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

আশ্রয় দল আগস্ট মাসে হেলথ, ট্রানজিশন অ্যান্ড রিকোভারি ডিভিশনের সহযোগিতায় কোভিড-১৯ সাড়াদান কর্মসূচীতে সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আশ্রয় সহায়তা (টিএসএ) এবং নিরাপদ আশ্রয় সম্পর্কিত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম চালু রয়েছে।

কোভিড-১৯ সাড়াদান কার্যক্রমসমূহ

- ১৭ আগস্ট তারিখে ২০ এক্সটেনশনে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন আইসোলেশন এন্ড ট্রিটমেন্ট সেন্টার (সারি আইটিসি) উদ্বোধন করে সেখানে প্রাথমিক আশ্রয় সহায়তা প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে উদ্বোধনকৃত এই সারি-আইটিসি-টে বর্তমানে ১২০টি বেড রয়েছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন (আরআরআরসি)-এর সহায়তায় আইওএম কর্তৃক উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল।
- আগস্ট মাসে উত্তরণ, কক্সবাজারে অবস্থিত অ্যাম্বুলেন্স ডিসইনফেকশন সেন্টারে সর্বমোট ৩৩টি অ্যাম্বুলেন্স জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে আইওএম-এর অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা ২৩টি এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট (বিডিআরসি)-এর অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা ১০টি।
- প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে আইওএম-এর দায়িত্বে থাকা এলাকার ১৬টি ক্যাম্পে সর্বমোট ১২২টি কোভিড-১৯ নন-ফুড আইটেম বিতরণ করা হয়েছে।

নিয়মিত আশ্রয়/এনএফআই কার্যক্রম

- প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে ক্যাম্প ৮ডব্লিউ এবং ক্যাম্প ১৩-এ অন্তর্বর্তীকালীন আশ্রয় সহায়তা প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- হ্নীলা এবং সাবরাং-এ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য কার্যারম্ভ সভা বিগত ২৪ আগস্ট ও ২৬ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জরুরী প্রস্তুতি ও সাড়াদান

- ক্যাম্প ৮ডব্লিউ, ৯, ১০, ১৮, ২০, ২০ এক্সটেনশন, ২৪ এবং ২৫-এ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়, রাস্তা নির্মাণ বা অন্য কোন কারণে পুনর্বাসিত গৃহস্থালিসমূহের মধ্যে আইওএম সরাসরিভাবে সর্বমোট ১,৯৫৩টি জরুরী আশ্রয় উপকরণ বিতরণ করেছে।
- ক্যাম্প ৮ই, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৯-এ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়, রাস্তা নির্মাণ বা অন্য কোন কারণে পুনর্বাসিত গৃহস্থালিসমূহের মধ্যে কমন পাইপলাইনের সহযোগী সংস্থাসমূহ সর্বমোট ৫০৯টি জরুরী আশ্রয় উপকরণ বিতরণ করেছে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ আশ্রয় বিষয়ক উদ্যোগ

- হোস্ট কমিউনিটি শেলটার থিমেটিক ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর সহায়তায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের উন্নতি সাধন সম্পর্কিত তথ্যভিত্তিক উপকরণ প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই উপকরণ কর্মী, রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি ও সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে এবং আশ্রয় বিষয়ক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হবে।
- ২৫ আগস্ট থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত সর্বমোট ৩৭ জন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীকে সুবিধাভোগী এবং কাঠমিস্ত্রিদের থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে যেখানে প্রশ্নমালার মাধ্যমে করে তথ্য সংগ্রহের উপায়, কমিউনিটি থেকে উপাত্ত সংগ্রহকালীন আচরণবিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষার করার সময় কোবো উপকরণ বিষয়ক ব্যবহারিক অধিবেশন পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আশ্রয় কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য বোরাক বাঁশের উপর রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ

- আগস্ট মাসে হ্নীলায় অবস্থিত আইওএম-এর বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে আশ্রয় ও নন-ফুড আইটেম দল ৫০০টি বোরাক বাঁশ চাষ করেছে।

শেল্টার/এনএফআই ক্যাশ-বেজড ইন্টারভেনশন (কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ)

- শেল্টার/এনএফআই ক্যাশ-বেজড ইন্টারভেনশনের আওতায় রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যসহ দিনমজুরদের সর্বমোট ৯,৩১৬ শ্রম-দিন হিসেবে মজুরি পরিশোধ করা হয়েছে। আশ্রয় বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম, জিনিসপত্র উঠানামা করে নগদ অর্থ উপার্জন, কুলির কাজ এবং অন্তর্বর্তীকালীন আশ্রয় সহায়তা ও আইসোলেশন ও ট্রিটমেন্ট সেন্টার নির্মাণে সহায়তা প্রদানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্যাম্প ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে অত্যন্ত প্রান্তিক গৃহস্থালিসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

রূপান্তর ও পুনরুদ্ধার বিভাগ (টিআরডি)

আইওএম-এর একটি বিতরণ কেন্দ্রে সুবিধাভোগীগণ এলপিজি রিফিল সহায়তা এবং মাস্ক গ্রহণ করছে। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

জ্বালানি ও পরিবেশ ইউনিট

সেফ প্লাস স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং শরণার্থী কমিউনিটির জন্য তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) প্রদান অব্যাহত রেখেছে

আগস্ট মাস জুড়ে বিভিন্ন ক্যাম্পের সর্বমোট ১০৮টি রোহিঙ্গা পরিবার এবং ইউনিয়ন পরিষদের চারটি পরিবার তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) উপকরণ গ্রহণ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে একটি করে সিলিন্ডার, স্টোভ, রেগুলেটর এবং হোস। এছাড়াও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ১২,৩৬৫টি পরিবারের পাশাপাশি ৭০,৯৩১টি রোহিঙ্গা পরিবার একবার করে এলপিজি রিফিল সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এর পাশাপাশি যে সকল পরিবারের প্রধান কোন বয়স্ক ব্যক্তি সেই সকল পরিবারের জন্য আইওএম-এর ডিপো-টু-ডোর এলপিজি বিতরণের অংশ হিসেবে সর্বমোট ২,৪৬১ জন বয়স্ক সুবিধাভোগী বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করেছেন যাদের মধ্যে ১,২৩৪ জন ছিলেন পুরুষ এবং ১,২২৭ জন ছিলেন মহিলা। সবশেষে, প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে আইওএম সেফ প্লাস কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী সর্বমোট ৯৮১ জন সুবিধাভোগীকে শর্তবিহীন নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান করেছে।

এলপিজি ডিপোসমূহে কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে

কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ক্যাম্প ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিতরণ কেন্দ্রসমূহে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা এবং হাত ধোয়াকে উৎসাহিতকরণ অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধে ভূমিকা পালনে সুবিধাভোগীরা এলপিজি ডিপোসমূহে আসার পর তাদের হাত ধোয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে দুইটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ ১) একটি ব্লকের সুবিধাভোগীগণ ডিপোগুলোতে একত্রিত হয়ে আসতে আসতে পারবে যার কারণে ডিপোতে ভিড় কম হবে, এবং ২) সুবিধাভোগীগণ যেন পাশাপাশি দাঁড়াতে না পারে এবং সারিবদ্ধভাবে এক মিটারের বেশি দূরত্বে দাঁড়ায় সেটি কালিতে আঁকা চিহ্ন ও বাঁশের খুঁটি ব্যভার করে নিশ্চিত করা হবে। সবশেষে, বিপুল জনসমাগম এড়াতে উখিয়া ও টেকনাফে আরো কয়েকটি অস্থায়ী ডিপো স্থাপন করা হয়েছে।

এলপিজি ডিপোসমূহে আইওএম-এর কর্মীগণ সুবিধাভোগীদের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করছে। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর)

ভূমিধস সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউডিএমসি)-কে শক্তিশালী করার জন্য আইওএম ভূমিধস মোকাবেলার প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাসব্যাপী ভারী বর্ষণ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ভূমিধসের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে। বিগত আগস্ট মাসে আইওএম টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা, বাহারছড়া এবং হোয়াইক্যং ইউনিয়নে ৪২ জন ইউডিএমসি সদস্যের সাথে ভূমিধসের মোকাবেলা বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক বৈঠক পরিচালনা করেছে। উক্ত বৈঠকসমূহে আইওএম ইউডিএমসি সদস্যদের মধ্যে ভূমিধস সংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিতরণ করেছে এবং আনুষঙ্গিক ধারণা প্রদান করেছে।

৩০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র (এমপিসিএস)-এর চলমান সংস্কার কাজ

উখিয়া (১১টি এমপিসিএস) এবং টেকনাফে (১৯টি এমপিসিএস) অবস্থিত ৩০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের উন্নতি সাধনে আইওএম সংস্কারের কাজ পরিচালনা করছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২১টি এমপিসিএস-এর প্রকৌশলগত মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একজন সুবিধাভোগী যিনি আইওএম থেকে প্রাপ্ত জীবিকা সহায়তার মাধ্যমে একটি মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা করেছেন। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

টিআরডি দল কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সহায়তা করছে

টিআরডি দল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোলডারদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। আগস্ট মাস জুড়ে উখিয়া, টেকনাফ, রামু এবং মহেশখালি উপজেলায় সর্বমোট ৮৫,২৬৯ জন ব্যক্তির (৫৪,৫৭২ জন পুরুষ, ৩০,৬৮৬ জন মহিলা) কাছে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বার্তাসমূহ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও কক্সবাজার সদর উপজেলা, কক্সবাজার মিউনিসিপালিটি এবং টেকনাফ, উখিয়া ও রামুর ইউনিয়ন ও উপজেলা ডিএমসি-তে আইওএম ৬,৪০০টি ফেস শিল্ড, ১৬,৫২০টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং ৪০,৫০০টি কাপড়ের মাস্ক প্রদান করেছে।

জীবিকা ও সামাজিক সংহতি

স্বনির্ভরশীল গ্রুপ (এসএইচজি)-গুলোর জন্য ব্যবসার উন্নয়ন সম্পর্কিত সক্ষমতা বৃদ্ধি

আগস্ট মাসে আইওএম-এর বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ সর্বমোট ৮০০ জন স্বনির্ভরশীল গ্রুপ (এসএইচজি)- গুলোর সুবিধাভোগীদের ৩২টি দলের জন্য ব্যবসা উদ্যোগ ও পরিকল্পনা বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সুবিধাভোগীগণ ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন, লাভ -ক্ষতি মূল্যায়ন, বাজার চাহিদা, পণ্য বিক্রয় ও বিপণন পরিকল্পনা, উৎপাদন ও অর্থায়ন পরিকল্পনা, ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক পরিকল্পনা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণের বিভিন্ন সুযোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। এর পাশাপাশি, ২,০১১ জন সুবিধাভোগীর সমন্বয়ে ৮১টি এসএইচজি গঠন করা হয়েছে। গ্রুপের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখার জন্য এসএইচজি-এর সদস্যদের মধ্যে ১৬০ জন এসএইচজি দল ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

জীবিকা বিষয়ক দক্ষতাসমূহ উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি

সহযোগী সংস্থাসমূহ ৮টি দলে বিভক্ত সর্বমোট ২১৪ জন সুবিধাভোগীকে শাকসবজি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০ জন নারী শাকসবজি উৎপাদনকারীর জন্য গৃহস্থালিতে শাকসবজি উৎপাদন বিষয়ক একটি তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালাও পরিচালনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, সহযোগী সংস্থাসমূহ বাহারছড়ায় ৪০ জন শুঁটকি উৎপাদনকারীকে জৈবিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে শুঁটকি উৎপাদন এবং সংরক্ষণ বিষয়ক একটি দুই দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

আইওএম উখিয়াতে জীবিকা বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দুই দলে বিভক্ত ২৫ জন সুবিধাভোগীকে নামাজের টুপি বানানোর উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি, ২০ জন সুবিধাভোগী হস্তশিল্পের উপর এবং অন্য আরেকটি দলে ২০ জন সুবিধাভোগী সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় যুব ফোরামগুলোর মাধ্যমে যুবকদের সম্পৃক্তকরণ

আইওএম বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে ৩৩টি যুব ফোরাম গঠনে সহায়তা করেছে। এই সকল যুব ফোরামের লক্ষ্য হচ্ছে কমিউনিটিতে স্বেচ্ছাসেবার প্রসার ঘটানো, যুবকদের জন্য প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি করা এবং ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সংহতি বিষয়ক সুযোগসমূহকে ত্বরান্বিত করা। এর পাশাপাশি, যুবকরা অন্যান্য যুবকদের বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম, নীতিমালার কাঠামোগত সমন্বয়, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করবে।

সবুজায়ন সম্পর্কিত উদ্যোগসমূহ রোহিঙ্গা জনবসতির অভ্যন্তরে ও বাইরে আইওএম-এর কর্মসূচিতে প্রাধান্য লাভ করছে। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়ন (এসএমএসডি)

ক্যাম্প নং ৯-এ স্থাপিত টিপি ট্যাপ ওয়াশিং ষ্টেশন। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে পালিত কুরবানির ইদের দিনে এসএমএসডি-এর দলসমূহ সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সর্বোত্তম চর্চাকে উৎসাহিত করেছে। সাইট ব্যবস্থাপনা (এসএম) দল কুরবানির ইদের দিন মাংস বিতরণের সময় জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার ক্ষেত্রে কমিউনিটিকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ে কর্মীদল নিয়োজিত করেছে। বিভিন্ন বর্জ্য যেন নিরাপদ উপায়ে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাটি চাপা দেওয়া হয় সেটি নিশ্চিত করতে তারা সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছে এবং ওয়াশ-এর কর্মীদের সহায়তা প্রদান করেছে। পরবর্তী সময়ে এসএম দল পশু জবাইয়ের স্থানসমূহ ও কুরবানি করা পশুর বর্জ্য মাটি চাপা দেওয়ার বিষয়ে তদারকি করেছে এবং জবাইয়ের কাজে ব্যবহৃত তারপুলিন/বাঁশ/দড়ি সংগ্রহ করেছে।

দশটি পয়েন্ট অব এন্ট্রি (পিওই) স্ক্রিনিং কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে যার মধ্যে ক্যাম্প নং ৯, ১৯, ২২, ২৫ এবং পানবাজার রোডে অবস্থিত পিওই-গুলো আইওএম-এর এসএম দলসমূহ কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং ক্যাম্প ৮ই, ১১ (ডিআরসি), ১৩, ১৪ ও ১৬ (কেয়ার) অবস্থিত পিওই-গুলো এসএম সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়ের শেষভাগে পিওই-গুলোতে সর্বমোট ২৭,৭৮৩ জন ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সপ্তাহের সাত দিনই প্রবেশ কেন্দ্রসমূহ উন্মুক্ত থাকে এবং হাতধোয়া ও শরীরের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করার কাজ চালু থাকে। স্ক্রিনিং-এ যেসকল রোহিঙ্গার দেহে উচ্চ তাপমাত্রা সনাক্ত করেছে তাদের রেফারেল স্লিপ প্রদান করা হয়েছে এবং পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য তাদের পিএইচসি-তে পাঠানো হয়েছে।

ক্যাম্প ২০-এর দলসমূহ ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে অবস্থিত নতুন আইসোলেশন এবং ট্রিটমেন্ট সেন্টার (আইটিসি)-এ 'ভ্রমণ ও পরিদর্শন' সফরের ব্যবস্থা করা অব্যাহত রেখেছে। আগস্ট মাসে ১০ জন নারী ফোকাল পয়েন্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ১০ জন ফোকাল পয়েন্ট, ১০ জন ইমাম এবং ৫ জন মাঝির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল এই সফরে অংশগ্রহণ করেছে। ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনের কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রসমূহও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

আগস্টের শেষ দুই সপ্তাহ জুড়ে টেকনাফে কোভিড-১৯ এর রোগীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আক্রান্ত ব্লকগুলোতে নিয়মিতভাবে জীবাণুমুক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে এসএম এবং ওয়াশ দলসমূহ সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। যদিও ইতোমধ্যে অধিকাংশ রোগীই সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং কোয়ারেন্টাইন সময় সম্পন্ন করে পরিবারসমূহ নিজ গৃহস্থালিতে ফিরে গিয়েছে, তারপরেও ভাইরাসের বিস্তার দমনে অবশ্যই জীবাণুমুক্তকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

কন্টাক্ট ট্রেসিং দলসমূহ আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা সন্দেহজনক ব্যক্তিদের সনাক্তকরণের কাজ অব্যাহত রেখেছেঃ আক্রান্ত হিসেবে সন্দেহজনক কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এসএমএস কন্টাক্ট ট্রেসিং দলের সদস্যগণ আরটিএমআই কন্টাক্ট ট্রেসিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে ক্যাম্প ১৯-এ আক্রান্ত হিসেবে সন্দেহজনক একজন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং সেই ব্যক্তির সম্পর্কে আরটিএমআই ও কন্টাক্ট ট্রেসাররা খোঁজখবর রাখছে।

ক্যাম্প ২২-এ সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য আইওএম একটি কেন্দ্রীয় ট্রায়াজ পয়েন্ট স্থাপনে স্বাস্থ্য খাতের সহযোগী সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করেছে। সিআইসি-গণ ও এসএম দল এই পয়েন্টের স্থান নির্ধারণ করার পরে উক্ত স্থানটি এসএম ও স্বাস্থ্য দলসমূহ যৌথভাবে পরিদর্শন করেছে এবং যথাযথভাবে প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যবস্থাসহ রোগীদের জন্য যথাযথ বসার স্থান নিশ্চিত করার বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। রোগীদের এই ট্রায়াজ পয়েন্টটি বিদ্যমান অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ থেকে দূরবর্তী স্থানে স্থাপিত হয়েছে।

বর্ষাকালীন সাড়াদান কার্যক্রমসমূহকে জোরদার করার মাধ্যমে এসএম ও ডিএমইউ-এর স্বেচ্ছাসেবীগণ প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, যাচাইকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের কাছে রেফারেলের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বিভিন্ন ঘটনাসমূহ ও জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কিত তথ্য এসএম দলের থেকে নিয়ে ডিএমইউ-এর স্বেচ্ছাসেবী প্রাত্যহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে এবং সেই প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারীদের কাছে রেফার করা হয়।

বিদ্যমান স্থাপনা/অবকাঠামোসমূহের অবস্থা মূল্যায়নের মাধ্যমে এসএম দলসমূহ একটি ডিআরআর মূল্যায়নের মাধ্যমে জরুরি চাহিদা মূল্যায়ন ও সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং আশ্রয় সম্পর্কিত যাচাইকরণের কাজে ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে জরুরী পণ্য বিতরণে আশ্রয় দলসমূহকে সহায়তা প্রদান করেছে।

ক্যাম্প ২৪ ও ২৫-এ এসএম দল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ১০০ জন মহিলার একটি তালিকা চূড়ান্ত করেছে যারা শর্তহীন আর্থিক সহায়তার জন্য টিডিআর-এর কাছে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান সংস্থান ও সহায়তা সম্পর্কিত উদ্বেগ ও প্রতিযোগিতার নিষ্পত্তিকরণে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, মহামারীর কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক মহিলাদের সহায়তা প্রদানের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

সিডা প্রতিনিধিদল ক্যাম্প ২৩ পরিদর্শন করেছে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে আলোচনা করেছে। এই আলোচনায় স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রকল্প নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার আওতাধীন কমিটির সদস্য হিসেবে নিজেদের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে।

ক্যাম্প ২৩-এ নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিষয়ক একটি প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি) শুরু করা হয়েছে যেখানে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ১২ জন মহিলা আত্মমূল্যায়ন, সুখী পরিবার গঠন এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। নারী ও বালিকারা এসএম সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী যেমন নিজস্ব ব্লকে সুরক্ষা সংক্রান্ত অডিট পরিচলনা করা ও কমিউনিটির সদস্যদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা এবং মূল্যায়নে সাহায্য করার মাধ্যমে ক্যাম্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

ক্যাম্প ৯ ও ১০-এ এসএম এবং প্রোটেকশন পিএসইএ চ্যাম্পিয়ন্স সম্মিলিতভাবে রোহিঙ্গা মোবিলাইজারদের জন্য পিএসইএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ৫৬ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫০ জন পুরুষ অংশগ্রহণকারী ও ০৬ জন নারী অংশগ্রহণকারী ছিল। সর্বমোট ১৫১ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে ডিআরসি এবং কেয়ার পরিচালিত ক্যাম্পসমূহে ৬টি প্রশিক্ষণ (০৩টি পিএসইএ ও ০৩টি এসএম প্রশিক্ষণ) পরিচালিত হয়েছে।

নতুন যোগদানকৃত স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য এসএমএসডি/সিডব্লিউসি কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ইউনিটের অনুরোধক্রমে, এসএম দল হেলথ আউটরিচ টীম (হট)-এর নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য দুইটি ব্যাচে সর্বমোট ২৮ জন অংশগ্রহণকারীকে (১০ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী) নিয়ে এসএমএসডি ও সিডব্লিউসি বিষয়ক ধারণা প্রদানমূলক অধিবেশন পরিচালনা করেছে। অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল মেডিকেল ডাক্তার, নার্স এবং মেডিকেল অফিসার্স/অ্যাসিস্ট্যান্স।

ক্যাম্প ১৮-এ এসএমএসডি দলসমূহ মাঝি এবং ডিএমইউ-দের নিয়ে নিরাপদ ও সম্মানজনক দাফন সংক্রান্ত ৪টি ধারণা প্রদানমূলক অধিবেশন পরিচালনা করেছে যেখানে সর্বমোট ১২৩ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ২০ জন ছিলেন মহিলা। এর পাশাপাশি, ক্যাম্প ৯ ও ১০-এ মৃতদেহ সৎকার কমিটি (ডিবিএমসি)-এর সাথে একটি বৈঠকের আয়োজনও করা হয়েছে।

কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (সিডব্লিউসি)

কমিউনিটিকে সংবেদনশীল করতে নিয়মিতভাবে কোভিড -১৯ সম্পর্কিত গুরুত্বপুর্ণ বার্তাসমূহ হালনাগাদ করা হয় এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (আইভিআর), ফিডব্যাক অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারস (এফআইসি), মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন, মিশ্র ধরণের অংশগ্রহণকারী/বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলের সাথে অডিও সেশন, ভ্রাম্যমাণ গণযোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন ভ্রাম্যমাণ যানবাহনের (সিএনজি) মাধ্যমে রেকর্ডকৃত বার্তা ব্যবহার করে এবং তথ্যকেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। অতি অসহায় ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে বাড়ি গিয়ে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আগস্ট মাসে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বার্তা ও হালনাগাদ তথ্য ১৫,৪৬৯টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণার মাধ্যমে ১১৭,০০২ জন ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো হয়েছে যাদের মধ্যে ৬২,৪৫৪ জন মহিলা এবং ৫৪,৫৪৮ জন পুরুষ রয়েছে। ডিআরসি কর্তৃক পরিচালিত সকল ক্যাম্প যথাঃ ৮ই, ৮ডব্লিউ, ১১ এবং ১২-এ অবস্থিত দুইটি তথ্যকেন্দ্রে কোভিড-১৯ এর প্রতিকার সম্পর্কিত এবং বর্ষাকালীন বার্তাসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে। 'মাস্ক সংক্রান্ত নির্দেশিকা', 'আরআরআরসি থেকে প্রাপ্ত ভুল তথ্য সম্পর্কিত নির্দেশনা ও সাড়াদান', 'কীভাবে কোভিড-১৯ ছড়ায়', 'খাদ্য বিতরণ সংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহ' গুরুত্বপূর্ণ বার্তাসমূহ ক্যাম্প ৮ই-তে ডিআরসি কমিউনিটি রেডিও এর মাধ্যমে প্রতি রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত প্রচার করা হয়েছে।

টেকনাফে আইওএম কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা নিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবারের সদস্যগণ তাদের নিজস্ব দোকানে দর্জির কাজ করছে, কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

সাইট পরিকল্পনা ও সাইট উন্নয়ন

আইওএম এই মাসে ভারী বর্ষণের কারণে ক্যাম্পে সংঘটিত ভূমিধস এবং বন্যায় সাড়া প্রদান করেছে। সাইট উন্নয়ন দলসমূহ ক্যাম্প ৯-এ ছোট মাত্রার ভূমিধস, চলাচল এবং বন্যা সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করেছে।

ক্যাম্পগুলোতে জলবদ্ধতা ও বন্যার ঝুঁকি কমাতে সাইট উন্নয়ন (এসডি) দলসমূহ ক্যাম্প ৯ ও ১০-এ ১৭০টি টেকসই চলাচলের পথের উন্নতি সাধন করেছে, ১,৩৫০ বর্গমিটার এলাকার ভূমিধসের ঝুঁকির সাময়িক সমাধান করেছে, ৩৮ মিটার ইটের ধারণকারী প্রাচীর, ৪০ মিটার ইটের সিঁড়ি, ৯৫ মিটার ইটের নালা নির্মাণ করেছে এবং ১০০ মিটারের নালা নিষ্কাশন করেছে।

ক্যাম্প ২৪-এ এসডি দল বাচ্চাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত ১৭টি পুকুরে সর্বমোট ৯৮৪ মিটার পরিধির বেষ্টনী নির্মাণ করেছে। ক্যাম্প নং ২৫-এর এসডি দল ৭ মিটার দৈর্ঘ্যের সিঁড়ি, ৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের টারশিয়ারি ইটের নালা এবং ৯১১ বর্গ মিটার ইটের সড়ক নির্মাণ করেছে। ভূমিক্ষয় ও গৃহস্থালির ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষার জন্য ধারণকারী প্রাচীর নির্মাণ, কমিউনিটি পর্যায়ে ভূমিধসের ঝুঁকি কমাতে ভূমির ঢালের সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সহায়তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ইটের সিঁড়ি ও বিএফএস চলাচলপথের রক্ষণাবেক্ষণ, জল বণ্টন ও বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকি হ্রাসে পানি নিষ্কাশনের নালা নির্মাণ, স্বাস্থ্য বিধি ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, জল চলাচলের নালা নিরাপদে পারাপারের জন্য বাঁশের সেতু নির্মাণ করা এবং ক্যাম্পসমূহের মধ্যে চলাচলের জন্য আন্তঃসংযোগকারী পথ নির্মাণ সাইট উন্নয়ন দলের আইপি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টেকনাফে আইওএম কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা নিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবারের সদস্যগণ তাদের নিজস্ব দোকানে দর্জির কাজ করছে, কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

সাইট রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকৌশল প্রকল্প (এসএমইপি)

ভূমিঢাল স্থিতিশীলকরণ সম্পর্কিত উদ্যোগের মধ্যে চারাগাছ পুনরায় রোপণ করা অন্তর্ভুক্ত, ।কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

- **সেনাবাহিনী সড়কঃ** এসএমইপি-এর দলসমূহ সেনাবাহিনী সড়কের মেরামত এবং উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই সড়কটি কুটুপালং বালুখালি ক্যাম্পের সকল এলাকায় মানবিক সহায়তা প্রদানকারী কমিউনিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। আগস্ট মাসে সেনাবাহিনী সড়কের সর্বমোট ৫,৪২৪ বর্গমিটারের সংস্কার কাজ এবং সড়কের ২৩৬ বর্গমিটার প্রশস্তকরণের সম্পন্ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, ৫১৫ বর্গমিটার পাহাড়ি ঢাল স্থিতিশীল করা হয়েছে এবং ৬১৭ বর্গমিটার দৈর্ঘ্যের পথপার্শ্ব নালা নির্মাণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরের সেকশনে ও সেনাবাহিনী সড়কের দক্ষিণ অংশে রোহিঙ্গা বাজারের নিকটবর্তী এলাকায় সড়ক ও নালা নির্মাণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
- **সড়ক নির্মাণঃ** আগস্ট মাসে এসএমইপি-এর দলসমূহ ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন, ১৪ (হাকিমপাড়া) এবং ১৩ (বার্মাপাড়া)-এ ২৮০ বর্গমিটার সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছে।
- **নালা নিষ্কাশনঃ** মাসব্যাপী বর্ষাকালীন ভারী বর্ষণের কারণে ক্যাম্পের বিভিন্ন স্থানে নালাসমূহ ভরাট হয়ে যাওয়া এবং বন্যার ঘটনা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে প্রস্তুতিমূলক এবং সাড়াদান কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যাম্পের মধ্যে সর্বমোট ১২,৩২০ বর্গমিটার নালার নিষ্কাশন কাজের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **খাল নিষ্কাশনঃ** এই মাসে ক্যাম্প এলাকা জুড়ে সর্বমোট ১,১০২ বর্গমিটার খালের নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- **ঢাল স্থিতিশীলকরণঃ** আগস্ট মাসের ভারী বর্ষণে বিভিন্ন স্থানে ভূমিধস এবং ভূমিক্ষয়ের ঘটনা ঘটেছে। ভূমিধসের ঝুঁকি এবং ভূমিধসের কারণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য সর্বমোট ২,৫০১ বর্গমিটার জুড়ে ঢাল স্থিতিশীলকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কাজের মধ্যে মাটি ভরাট করে বাঁশের খাঁচা ও ইটের দেয়াল নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত যা গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, ঢাল ও দেয়াল ধসে পড়া এবং ভূমিধস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে
- **সাইট প্রস্তুতকরণঃ** ক্যাম্প নং ১৫, ৮ই এবং ৮ডব্লিউ-এ বন্যার মাধ্যমে আসা মাটি ও কাদা অপসারণসহ ১,১২১.৫ বর্গমিটার জুড়ে সাইট প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পরিকল্পিত নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাইট প্রস্তুতি বিষয়ক কার্যক্রম ভূমি পরিষ্কার এবং সমান্তরালকরণে সহায়তা প্রদান করে।
- **ঢালাইকরণ ইয়ার্ডঃ** সড়ক, সাঁকো এবং নালা নির্মাণের পাশাপাশি ঢাল স্থিতিশীলকরণের কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ঢালাইকরণ ইয়ার্ড এসএমইপি-এর সাড়াদান কার্যক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঢালাইকরণ ইয়ার্ড অগ্রীমভাবে ঢালাই করা কার্বস ও গাটার, কংক্রিট ইনভার্ট এবং গতিরোধকের মতো উপকরণ প্রস্তুতে সহায়তা করে। এই মাসে এসএমইপি-এর ঢালাইকরণ ইয়ার্ড ২,৪৮৭টি কার্বস ও গাটার, ১,০৮১টি কংক্রিট ইনভার্ট, ২৭০টি ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১৮ ইঞ্চি প্রস্থ ও ৩ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট কংক্রিট স্ল্যাব এবং ২৭০টি ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১৬ ইঞ্চি প্রস্থ ও ৩ ৩ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট কংক্রিট স্ল্যাব প্রস্তুত করেছে। ঢালাইকরণ ইয়ার্ড সেনাবাহিনী সড়ক মেরামতের কাজ হতে সংগৃহীত ইটের কণা হতে ২০০ ঘণ মিটার ইটও প্রস্তুত করেছে।
- **এসএমইপি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্যঃ** এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক/বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সমর্থিত জরুরি সহায়তা প্রকল্প (ইএপি)-এর আওতাধীন তেলখোলা থেকে মোচারখোলা আরসিসি পর্যন্ত সড়ক ঢালাইকরণ এবং সাঁকো নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ডি৫-৮ডব্লিউ নৌকা বাজার রোড এইচবিবি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ডব্লিউ১এ-এর আওতায় ক্যাম্প ২০ ও ২০ এক্সটেনশনে সড়ক নির্মাণের উপকরণ প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে মজুদ করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। ডব্লিউ৩-এর অধীনে এন.আই চৌধুরী সড়কের সেতুর উপরের স্ল্যাব বাঁধার কাজ চলমান আছে এবং এটি ঢালাইকরণের কাজ আগামী মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

আইওএম-এর সাড়াদান পরিকল্পনার অর্থায়নে

Australian Aid · Canada · European Union Civil Protection and Humanitarian Aid · King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre · From the People of Japan · Norwegian Ministry of Foreign Affairs · Swiss Agency for Development and Cooperation SDC · Sweden Sverige · UKaid from the British people · USAID From the American People